সংবাদ

তারিখ 3 JUN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নয়া শিক্ষানীতির খসড়া হতে পারে এ মাসেই

—কো-চেয়ারম্যান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গতকালের বৈঠকে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ও বৈঠকে কমিটির সদস্যরা উচ্চশিক্ষার বিষয়ে তাদের মতামত দেন। সকলের মতামত নিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বলে জানান কাজী খলীকুজ্জামান।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিটির সব সদস্যই তাদের মতামত দিচ্ছেন। মতামতগুলো বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে এ মাসের ১৫ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। এরপর এ-খসড়া নীতির ওপর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত গ্রহণ করেই চূড়ান্ত নীতি সরকারের কাছে পেশ করা হবে। কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী রোববার বিকেলে নায়েমে অনুষ্ঠিত হবে।

মাপকাঠি : নয়া

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বা তদূর্ধ্ব জিপিএ'র সমমান করা হয়েছে। অর্থাৎ জিপিএ-৫ পর্যন্ত এই বিভাগ ধরা হবে। দ্বিতীয় বিভাগকে করা হয়েছে জিপিএ-৩ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু জিপিএ-৪'র কম, এবং তৃতীয় বিভাগকে করা হয়েছে জিপিএ এক বা তদূর্ধ্ব কিন্তু জিপিএ তিন এর কম। বিডিনিউজ।

২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ এর এসএসসি ও সমমান এবং ২০০৩ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগকে বর্তমান জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ বা তদূর্ধ্ব জিপিএ এর সমমান করা হয়। দ্বিতীয় বিভাগকে করা হয়েছে জিপিএ-২ দশমিক ৫০ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু তিন দশমিক ৫০ এর কম জিপিএ এবং তৃতীয় বিভাগকে জিপিএ এক বা তদূর্ধ্ব কিন্তু দুই দশমিক ৫০ এর কম জিপিএ'র সমতুল্য করা হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিজিপিএ'র ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বরকে প্রথম বিভাগ, ৪৫ বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬০ শতাংশের কম নম্বরকে দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩৩ বা ততোধিক কিন্তু ৪৫ শতাংশের কম নম্বরকে তৃতীয় বিভাগের সমমান ধরা হবে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কেলে (৪ থেকে ৫) সিজিপিএ প্রদান করে তাকে ৮০ শতাংশ এর সমান নম্বর ধরতে হবে। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী ৪ স্কেলে জিপিএ ৩ পেলে সেটি হবে প্রথম বিভাগের সমান এবং ৫ স্কেলে এই জিপিএ পেলে সেটা হবে দ্বিতীয় বিভাগের সমান।

এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১ এপ্রিল প্রথমবার আগের শ্রেণী বা বিভাগ পদ্ধতির সঙ্গে গ্রেডিং পদ্ধতির মধ্যে সমতা বিধানের উদ্যোগ নেয়। তখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব ধারায় আগের প্রথম বিভাগকে বর্তমানে জিপিএ ৪ (প্রাপ্ত নম্বর ৭০-৭৯) থেকে ৫ (৮০-১০০) এর সমমান করা হয়। দ্বিতীয় বিভাগকে করা হয় জিপিএ (৫০-৫৯) থেকে ৩ দশমিক ৫ (৬০-৬৯) পর্যন্ত এবং তৃতীয় বিভাগকে করা হয় জিপিএ এক (৩৩-৩৯) থেকে দুই (৪০-৪৯) এর সমতুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ফলের সমতা আনা হয়।

২০০১ থেকে ২০০৩ সালে মাধ্যমিক ও ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরা সরকারের ওই মান প্রমিতকরণ না মেনে এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।